ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

প্লট নং-২৩-২৬, রোড নং-৪৬ ও ৯০, গুলশান, ঢাকা।

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৪তম কর্পোরেশন সভার কার্য-বিবরণী ঃ

সভাপতি	ঃ	জনাব আনিসুল হক মাননীয় মেয়র ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	ঃ	২০ চৈত্র ১৪২৩ ০৩ এপ্রিল ২০১৭
সময়	ঃ	সকাল ১১ : ০০ টা
স্থান	ঃ	উত্তরা কমিউনিটি সেন্টার, (বাড়ী নং-২০, রোড-১৩/ডি, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০)

সভায় উপস্থিত কাউন্সিলরদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"

মাননীয় মেয়র উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি বলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৪৪২ কোটি টাকার একটি DPP পাশ করে দিয়েছেন। আগামী কয়েক মাসে এ টাকা ক্যামেরা, লাইট ও পার্কের উন্নয়নের জন্য খরচ করা হবে। প্রধানমন্ত্রী প্রায় ১২৫ কোটি টাকা ম্যাচিং মানি মাফ করে দিয়েছেন। CCTV ক্যামেরার ৩ বছরের প্রোগ্রাম ২ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা যাবে। পার্কের উন্নয়নের জন্য ৫জন তরুন কনসালটেন্ট নিয়োগ দেয়া হয়েছে। খেলার মাঠ, পার্ক ও ক্লিনার কলোনীর জন্য টাকা পেয়েছি। U-Loop এর জন্য ২৫ কোটি টাকা পেয়েছি আরো ২৫ কোটি টাকা পাবো। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে ১৫০০ কোটি টাকার DPP দিবো। আশা করা যাচ্ছে তা এপ্রিল/মে মাসে পাশ হবে। তিনি আরো বলেন, ঢাকা মহানগরীর বর্ধিত অংশের রাস্তা-ঘাট ও ড্রেনের জন্য বুয়েট দ্বারা মস্টার প্লান তৈরী করা হচ্ছে। অতঃপর মাননীয় মেয়র, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'কে এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করার জন্য অনুরোধ করেন।

মাননীয় মেয়র, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ ও সিটি কর্পোরেশনের উপস্থিত কর্মকর্তাগণ'কে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। এজেন্ডা ভিত্তিক আলোচনায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০১.	বিগত ২০/১২/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ প্রসঙ্গে	বিগত ২০/১২/২০১৬ তারিখ অনুষ্ঠিত ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করার জন্য আলোচনা ১৩ তম কর্পোরেশন সভার ক্রমিক নং-০৭ এর ০১ নং সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ সংশোধন প্রয়োজন "৪নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদ বর্তমান স্থান থেকে উত্তর পূর্ব কর্নারে স্থানান্তর" এর পরিবর্তে "৪নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদ বর্তমান স্থান থেকে উত্তর পশ্চিম কর্ণারে স্থানান্তর।"	১৩তম কর্পোরেশন সভার আলোচ্যসূচি -৭ এর ১ নং সিদ্ধান্ত এর "৪নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদ বর্তমান স্থান থেকে উত্তর পূর্ব কর্নারে স্থানান্তর" এর পরিবর্তে "৪নং সেক্টর কবরস্থানের মসজিদ বর্তমান স্থান থেকে উত্তর পশ্চিম কর্ণারে স্থানান্তর।" সংশোধনী সহ ১৩তম কর্পোরেশন সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণে উপস্থিত সকলেই একমত পোষণ করেন এবং সে মতে উক্ত কার্যবিবরণী দৃঢ় করা হয়।	
০২.	১৩তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি	১৩তম কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনার পূর্বে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ডিএনসিসি'র যে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ইন্তকাল করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। মাননীয় মেয়রসহ উপস্থিত সকল সম্মানিত কাউন্সিলর শোক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন। ১৩তম কর্পোরেশন সভার আলোচ্যসূচি বিবিধ-২ এ সম্মানিত কাউন্সিলরদের বনভোজন বিষয়ে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন যে, বনভোজন যেহেতু করা হয়নি, সম্মানিত কাউন্সিলরদের নিয়ে কুমিল্লা বার্ডে অথবা কক্সবাজার বিয়াম-এ স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষনের আয়োজন করা যেতে পারে। একই সাথে মাননীয় মেয়র সকলকে নিয়ে পদ্মা সেতু এলাকা পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন। আলোচনান্তে, সম্মানিত কাউন্সিলরগন কক্সবাজার যাওয়ার পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করেন।	কক্সবাজার বিয়াম এর সাথে যোগাযোগ করে ৩ দিনের একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।	• সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
০৩.	আসন্ন ঈদুল আযহা-২০১৭ উপলক্ষে অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ প্রসঙ্গে	ঈদুল আযহা ২০১৬ উপলক্ষে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে বর্ধিতাংশসহ ১ টি স্থায়ী (গাবতলী) ও ৮টি অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট স্থাপন করে ইজারা প্রদান করা হয়। অস্থায়ী ভাবে যে ৮টি স্থানে কোরবানীর পশুর হাট স্থাপন ও ইজারা প্রদান করা হয়েছিল তার বিবরণ নিম্নরূপঃ ১. উত্তরা ১৫ ও ১৬ সেক্টরের মধ্যবর্তী ব্রীজ সংলগ্ন খালি জায়গা ২. খিলক্ষেত বনরূপা আবাসিক প্রকল্পের খালি জায়গা ৩. মিরপুর সেকশন-৬, ওয়ার্ড নং-৬ (সাবেক ওয়ার্ড-৯২) ইষ্টার্ণ হাউজিংয়ের খালি জায়গা ৪. ভাষানটেক বেনারশি পল্লী মাঠ ও সংলগ্ন খালি জায়গা ৫. বাড্ডা (ইন্দুলিয়া-দাউদকান্দি-বাঘাপুর) পশুর হাট ৬. আশিয়ান সিটি হাউজিং পশুর হাট ৭. ভাটারা (সাইদ নগর) পশুর হাট ৮. কড়াইল টিএন্ডটি মাঠ ও মাঠ সংলগ্ন খালি জায়গা উল্লেখ্য যে, উক্ত ৮টি পশুর হাটের মধ্যে করাইল টিএন্ডটি মাঠ ও সংলগ্ন খালি জায়গা অস্থায়ী পশুর হাট এবং ভাষানটেকস্থ বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) এর মালিকানাধীন প্লট নং-এ/৬ এর খালি জায়গায় অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট স্থাপনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখিন হওয়ার পাশাপাশি করাইল টিএন্ডটি মাঠ ও সংলগ্ন বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ খন্ডন করতে হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক জায়গার ক্ষয়ক্ষতির জন্য ইজারামূল্যের সমুদয় টাকা তাদের অনুকূলে জমা প্রদানের জন্য বার বার তাগিদ দেয়া হচ্ছে। আসন্ন ঈদ-উল-আযহা-২০১৭ উপলক্ষ্যে অস্থায়ী কোরবানীর পশুর হাট স্থাপনের স্থান নির্ধারণের প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সকল আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাকে ও কাউন্সিলরগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, অঞ্চল-১ ও ০৭ জন সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর এর নিকট হতে নিম্নরূপ ১২টি স্থানের প্রস্তাব পাওয়া গেছে। ১. ১৫ ও ১৬ নং সেক্টর দিয়াবাড়ী এলাকার খালি জায়গা-অঞ্চল-১ ২. আশিয়ান সিটি আবাশিক প্রকল্পের খালি জায়গা-অঞ্চল-১ ৩. খিলক্ষেত বনরূপা আবাসিক প্রকল্পের খালি জায়গা-অঞ্চল-১ ৪. ১০ নং ওয়ার্ডে বুদ্ধিজীবী শহীদ মিনার কবরস্থানের উত্তর পার্শ্বে সিন্নিরটেক বেড়িবাঁধ রোড-ওয়ার্ড-১০ ৫. ভাষানটেক বিআরপি এর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে মাঠ-ওয়ার্ড-১৫ ৬. ১০ নং ওয়ার্ডের বুদ্ধিজীবী বড় কবরস্থানের পাশে বিশাল ফাঁকা বালুর মাঠ-ওয়ার্ড-৯, ১০ ও ১১ ৭. ইসলামী ফাউন্ডেশন এর সামনের খালি জায়গা-ওয়ার্ড-২৮ ৮. এন আই এল জি ভবনের সামনের খালি জায়গা-ওয়ার্ড-২৮ ৯. বছিলা রোডস্থ এস,পি,বি,এন এর নির্ধারিত স্থান-ওয়ার্ড-৩৩ ১০. রায়ের বাজার কবরস্থান সংলগ্ন পূর্ণবাসন কেন্দ্র-ওয়ার্ড-৩৩ ১১. রায়ের বাজার বুদ্ধিজীবী কলেজসহ তৎসংলগ্ন বেড়িবাঁধ পর্যন্ত-ওয়ার্ড-৩৪ ১২. মধুবাগ খেলার মাঠ-ওয়ার্ড-৩৬ ওয়ার্ড-১৪ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ুন রশীদ বলেন, তার এলাকায় দুটি জায়গা রয়েছে যে খানে কোরবানীর পশুর হাট বসানো যায়। গত বছরের ন্যায় ৩০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে এ বছরও কোন পশুর হাট বসানো হবে কিনা সে বিষয়ে ওয়ার্ড-১৭ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ জিন্নাত আলী জানতে চান। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলেন, পুরাতন হাটের মধ্যে আপত্তি থাকা দুটি জায়গা বাদে বাকী ৬টি জায়গায় হাট বসানো যায়। বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের আপত্তির কারণে ভাষানটেক বিআরপি এর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের মাঠে হাট বসানো যাবে না। কড়াইল টিএন্ডটি মাঠে হাট বসানোর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন ও বিটিসিএল এর অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। অনাপত্তি পাওয়া গেলে সেখানে হাট বসানো যেতে	১। গত বৎসরের ৮টি অস্থায়ী পশুর হাটের মধ্যে নিম্নোক্ত ০৬ টি স্থানে হাট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ক) উত্তরা ১৫ ও ১৬ সেক্টরের মধ্যবর্তী ব্রীজ সংলগ্ন খালি জায়গা খ) খিলক্ষেত বনরূপা আবাসিক প্রকল্পের খালি জায়গা গ) মিরপুর সেকশন-৬, ওয়ার্ড নং-৬ (সাবেক ওয়ার্ড-৯২) ইষ্টার্ণ হাউজিংয়ের খালি জায়গা ঘ) বাড্ডা (ইন্দুলিয়া-দাউদকান্দি-বাঘাপুর) পশুর হাট ঙ) আশিয়ান সিটি হাউজিং পশুর হাট চ) ভাটারা (সাইদ নগর) পশুর হাট ২। বাংলাদেশ চলচিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের আপত্তির কারণে ভাষানটেক বিআরপি এর দক্ষিণ-পশ্চিম পাশের মাঠে হাট না বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩। টিএন্ডটি মাঠে হাট বসানোর ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন ও বিটিসিএল এর অনাপত্তির জন্য পত্র প্রেরণ করতে হবে। ৪। নতুনভাবে রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন পুলিশ লাইনের নির্ধারিত স্থানে (বছিলা) হাট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৫। ৩০০ ফুট রাস্তার পার্শ্বে খালি জায়গা থাকলে পশুর হাট বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	• প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		পারে। তাছাড়া ৩০০ ফুটের পাশে খালি জায়গা থাকলে হাট বসানো যায়। প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা জানান যে, হাট বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় প্রস্তাবিত নতুন হাটের বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় কমিটির সদস্যগণ শুধুমাত্র রায়ের বাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সংলগ্ন পুলিশ লাইনের নির্ধারিত স্থানে (বছিলা) হাট বসানো যায় মর্মে সুপারিশ করেন এবং গাবতলী স্থায়ী পশুর হাট ইজার প্রদানের জন্য আগামী ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ পর্যন্ত দরপত্র গ্রহণের সময়সীমা রয়েছে। উক্ত দরপত্রের বিষয়য়ে সঠিক প্রচারের প্রয়োজন। মাননীয় মেয়র বলেন, গাবতলী স্থায়ী পশুর হাটের দরপত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী দর না পাওয়া গেলে বিধিমতে ডিএনসিসি কর্তৃক হাট পরিচালনা করা হবে।		
০৪.	ডিএনসিসি'র ওয়ার্ড কার্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল প্রদান প্রসঙ্গে	ডিএনসিসি'র ওয়ার্ড কার্যালয়ের বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে অনেক সময় জটিলতার উদ্ভব হয়। সে ক্ষেত্রে প্রত্যেক ওয়ার্ড কার্যালয়ে পৃথক বিদ্যুৎ মিটার থাকা প্রয়োজন। তাছাড়া যে সকল ওয়ার্ড কার্যালয়ে মিটার স্থাপিত হয় নাই সেক্ষেত্রে কিভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাননীয় মেয়র প্রতিটি ওয়ার্ড কার্যালয়ে পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপন করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি প্রতিটি ওয়ার্ড কার্যালয়ে পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	ডিএনসিসি'র প্রতিটি ওয়ার্ড কার্যালয়ে পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। [illegible]	• প্রধান প্রকৌশলী • সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর • সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা
০৫.	গুলশান ও বনানী এলাকায় পুলিশ বক্স নির্মাণ প্রসঙ্গে	সভায় অবহিত করা হয় যে, গুলশান ও বনানী এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরনার্থে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য চেকপোস্টের পাশে মানসম্পন্ন পুলিশ বক্সের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাছাড়া বিদ্যমান পুলিশ বক্সে প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা না থাকায় কূটনৈতিক এলাকায় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। উক্ত স্থান পরিদর্শন কালে পুলিশ বিভাগের প্রেরিত তালিকা থেকে গুলশান থানা এলাকায় শুটিং ক্লাবের বিপরীতে চেকপোস্ট-১, গুলশান ব্রীজ গুলশান-মহাখালী রোড চেকপোস্ট-২, গুদারাঘাট গুলশান বাড্ডা রোড চেকপোস্ট-৩, নতুন বাজার মোড় থাইল্যান্ড দুতাবাসের সন্নিকটে চেকপোস্ট-৪, বারিধারা পার্ক রোড/মাদানী এভিনিউ ক্রসিং চেকপোস্ট-১৪, গুলশান-১ গোলচত্তর, গুলশান-২ নং গোলচত্তর এবং বনানী থানা এলাকায় বনানী রোড-১১ এয়ারপোর্ট রোড ক্রসিং চেকপোস্ট-৮৫, ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়ক/২৭ নং রোড ক্রসিং ও আমতলী ক্রসিং এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুলিশ বক্স নির্মাণ করার জন্য মাননীয় মেয়র নির্দেশনা প্রদান করেছেন। নির্দেশনা মোতাবেক সরেজমিন পরিমাপ গ্রহণ করে গুলশান ও বনানী এলাকার পুলিশ বক্স নির্মাণ করার জন্য ৬৪,১৫,৬০৭/- (চৌষট্টি লক্ষ পনের জহাজার ছয়শত সাত) টাকার একটি প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলনটি ডিএনসিসি'র দর তালিকা-২০১৪ অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে। গুলশান ও বনানী এলাকায় পুলিশ বক্স নির্মাণ করার জন্য ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল থেকে বাস্তবায়নের জন্য e-GP পদ্ধতিতে টেন্ডার আহ্বানসহ উত্থাপিত ৬৪,১৫,৬০৭/- টাকার প্রাক্কলনটির অনুমোদন করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, সড়কের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পুলিশি কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনার জন্য পুলিশবক্স বহুদিন যাবৎ দেশে এবং দেশের বাহিরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। দেশে বিশেষ করে ঢাকা শহরে ট্রাফিক কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্য টহল বা নিরাপত্তা চৌকির আদলে পুলিশ বক্স রয়েছে যা অস্বচ্ছ, অকার্যকর এবং ক্ষেত্র বিশেষে অস্বাস্থ্যকর। তিনি সভায় পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত ১১ টি স্থানে পুলিশ বক্স নির্মান করার প্রস্তাব সভায় উপস্থাপন করেন। ১. গুলশান-১ গোলচত্তর ২. গুলশান-২ গোলচত্তর ৩. বারিধারা পার্ক রোড ৪. গুলশান সুটিং ক্লাবের বিপরীতে ৫. গুলশান ব্রীজ (গুলশান-মহাখালী সড়ক)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক পুলিশ বক্স তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। সমন্বয়ের পরে পুলিশ বক্স নির্মাণের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।	• প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা • প্রধান প্রকৌশলী

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		৬. গুদারা ঘাট (গুলশান-বাড্ডা সংযোগ সড়ক) ৭. নতুন বাজার ইন্টারসেকশন (থাইল্যান্ড এ্যাম্বাসীর কাছে) ৮. বনানী-১১ (এয়ারপোর্ট রোড ক্রসিং) ৯. বনানী ২৭ গ্রেভইয়ার্ড ক্রসিং) ১০. মহাখালী আমতলী ক্রসিং ১১. বারিধারা ইউএন রোড মাননীয় মেয়র বলেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যে সকল জায়গায় সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, সে সকল জায়গায় পুলিশ বক্স তৈরি করে সৌন্দর্যবর্ধন কাজে বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। এ বিষয়ে ডিএনসিসি'র বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ ও প্রকৌশল বিভাগের মধ্যে সমন্বয় পূর্বক পুলিশ বক্স তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে উপস্থিত সকল কাউন্সিলর একমত পোষন করেন।		
০৬.	গুলশান মডেল টাউন এর প্রবেশ/বাহির মুখে ০৯ (নয়)টি গেইট স্থাপন সংক্রান্ত	গুলশান মডেল টাউন এর প্রবেশ/বাহির মুখে ৯ (নয়)টি গেইট স্থাপনের জন্য ডিজাইন ড্রইংসহ প্রকৌশল বিভাগ হতে একটি প্রস্তাব সভায় পেশ করা হয়। গুলশান সোসাইটি বিষয়টি নিয়ে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ এর সাথে আলোচনা করেছে। তাছাড়া ডিএমপি কর্তৃক কাজটি দ্রুত শুরু করার জন্য গুলশান সোসাইটি কর্তৃক প্রেরিত তাগিদপত্রে মাননীয় মেয়র "To do needfull" মর্মে নির্দেশনা প্রদান করেছেন। প্রধান প্রকৌশলী বলেন, গুলশান এলাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা নিশ্চয়তার জন্য গুলশান সোসাইটি কর্তৃক গুলশান এলাকার চারপার্শ্বে ৯টি গেইট পাইলট প্রকল্পে তৈরী করা প্রয়োজন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত ৪টি ছোট গেইট এবং ৫টি বড় গেইট রয়েছে। ➢ ছোট গেইট ১. বারিধারা ডিওএইচএস ২. গুলশান সোসাইটি মসজিদ ৩. মানারাত স্কুল ৪. বনানী ১১ নম্বর রোড ➢ বড় গেইট ১. কামাল আতার্তুক এভিনিউ ২. মাদানী এভিনিউ ৩. মহাখালী ৪. গুলশান রিংক রোড ৫. গুলশান নিকেতন উপস্থিত সকল কাউন্সিলর ডিপ্লোম্যাটিক এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গেইট তৈরীর বিষয়কে স্বাগত জানান এবং গুলশান এলাকায় ০৯টি গেইট তৈরী করার বিষয়ে একমত পোষন করেন।	১। ডিপ্লোম্যাটিক এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুলশান এলাকায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে ০৯ (নয়)টি গেইট তৈরী করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান প্রকৌশলী
০৭.	মোটর সাইকেল বরাদ্দ নীতিমালা প্রসঙ্গে	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে নিয়োজিত স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াত ও অফিসিয়াল কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য পরিবহন বিভাগ থেকে একটি মোটর সাইকেল বরাদ্দের নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। মোটর সাইকেল বরাদ্দ নীতিমালা অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো। (খসড়া নীতিমালা সংযুক্ত)	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
০৮.	PWCSP দের মাধ্যমে বাসাবাড়ী থেকে গৃহস্থলী বর্জ্য সংগ্রহের সেবা মূল্য পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।	ডিএনসিসি'র অধিক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থিত বাসাবাড়ী থেকে বর্জ্য সংগ্রহের জন্য ডিএনসিসি'র বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ করে সেবা প্রদান করে আসছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সেবা মূল্য যাতে মাত্রাতিরিক্ত না হয় তজ্জন্য ০৯/০৪/২০০৯ তারিখের ২৫৭/সিডি/০৯/৪১৮/প্রঃবিঃ(১৭০) মূলে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সেবামূল্য বাসা-বাড়ী প্রতি (Per House Hold) ৩০/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছিল। উক্তরূপ নির্ধারনের পর অদ্যাবধি ধার্যকৃত দর হালনাগাদ করা হয়নি। PWCSP দের নিয়ে গড়ে ওঠা সমিতি এই দর পুনঃ নির্ধারনের জন্য আবেদন করেছেন। বর্তমানে দেখা যায় বাসাবাড়ীর উৎপন্ন বর্জ্যের ধরন/পরিমান, বাসাবাড়ীর আর্থ সামাজিক অবস্থান, বাসাবাড়ী থেকে ডিএনসিসি'র এসটিসিএদের দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়াদি বিবেচনা করে দায়িত্ব প্রাপ্ত	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		PWCSP তাদের সেবা মূল্য নির্ধারন করে থাকে। অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, বেশ কিছু ক্ষেত্রে PWCSP রা তাদের সেবামূল্য মাত্রাতিরিক্ত হারে আদায় করছে। বর্ণিত অবস্থা হতে উত্তোরনের লক্ষে PWCSP দের সেবামূল্য ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা নির্ধারণ করার অনুমোদনের জন্য পেশ করা হলো।		
০৯.	ব্যক্তি মালিকানাধীন রাস্তা হস্তান্তর সংক্রান্ত জটিলতা।	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকার অনেক ওয়ার্ডে ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে রাস্তা নির্মাণ/ উন্নয়নের জন্য আবেদনকরে আসছে। কিন্তু বর্তমান নিয়ম অনুসারে রেজিস্টার্ড দলিলমূলে রাস্তার জমি গ্রহণের নির্দেশনাটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া হওয়ায় জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি ডিএনসিসি কর্তৃক গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। বর্তমানে সম্পত্তি বিভাগে ২৫টি আবেদন রয়েছে/ সম্পত্তি বিভাগ কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য অঞ্চলে প্রেরণ করা হয়েছ। তন্মধ্যে ১৪টি আবেদন যাচাইয়ান্তে সঠিক পাওয়া এবং যা হস্তান্তর করা যায়। অবশিষ্ট আবেদনসমূহ পুনঃরায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করা যায়। নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে রাস্তা হস্তান্তর গ্রহণ করা যায়- ১। ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে নির্ধারিত অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে। ২। অঙ্গীকারনামাটি নোটারাইজড্ করতে হবে। ৩। সরেজমিনে রাস্তার সীমানা চিহ্নিত থাকতে হবে (পাকা/বেড়া)। ৪। রাস্তার অবস্থান প্রদর্শন পূর্বক সিটি জরিপ নক্শায় চিহ্নিত করতে হবে। ৫। প্রস্তাবিত রাস্তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, তফসিল, খতিয়ান ও ভূমির পরিমান উল্লেখপূর্বক আবেদন করতে হবে। ৬। সংশ্লিষ্ট তফসিলের সি.এস/এস.এ নক্শার কপি জমা দিতে হবে। ৭। সংশ্লিষ্ট তফসিলের আর.এস নক্শার কপি জমা দিতে হবে। উল্লেখ্য, রাস্তা হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি সঠিক থাকায় নিম্নবর্ণিত রাস্তার জন্য হস্তান্তরিত ভূমি ডিএনসিসি কর্তৃক গ্রহণ করা যায়- ১। খিলক্ষেত উত্তর নামাপাড়া বালুর মাঠস্থিত ক-২০০/ গ/৪০/এ এর বাড়ী হতে ক-২০০/গ-৬০(এইচ) পর্যন্ত রাস্তা হস্তান্তর সংক্রান্ত। হতে রাস্তার শেষ প্রান্তে ৪০০× ১২, অঞ্চল-১ ২। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থানা অন্তর্গত দক্ষিণ মানিকদী (মাটিকাটা) হোল্ডিং নং-৫৭৩/২ এর সামনের রাস্তা, অঞ্চল-২ ৩। ইষ্টার্ণ হাউজিং লিমিটেড এর গোড়ান চটবাড়ী(পল্লবী ২য় পর্ব) আবাসিক প্রকল্পের A, B, C, D, E, F, G ও L ব্লকের রাস্তাসমূহ,অঞ্চল-২ ৪। জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক প্লট নং-১/০৮, রোড নং-২ ব্লক-ডি, ওয়ার্ড নং-৪,মিরপুর সেকশন-১৫ স্থিত আমানত বহুমুখী সমিতির ৯০.৯০ শতাংশ রাস্তা, অঞ্চল-২ ৫। ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার ভূমি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর প্রসঙ্গে (পলাশ নগর প্লট মালিক কল্যাণ সমিতি), অঞ্চল-২ ৬। মিরপুর সেকশন-১১, ব্লক-সি এভিনিউ-৫ এর লেন নং-১৫/১ হতে ১৬/২ পর্যন্ত ব্যক্তিমালিকানাধীন ১৬ ফুট প্রশস্থ রাস্তা, অঞ্চল-২ ৭। মহাখালীস্থিত বাংলাদেশ চিকিৎসা গবেষণা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তাসমূহ হস্তান্তর, অঞ্চল-৩ ৮। আফতাব নগর আবাসিক এলাকার সকল সড়ক, অঞ্চল-৩ ৯। মাজার রোড থেকে গাবতলী জমিদারবাড়ী মসজিদ সংলগ্ন পর্যন্ত বাইলেন রাস্তার পাইপ লাইন ও নর্দমা উন্নয়ন, অঞ্চল-৪ ১০। রাস্তা ও ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন করার লক্ষ্যে রাস্তার ভূমি, অঞ্চল-৪ ১১। মোহাম্মদপুর শহীদ বুদ্ধিজীবি সড়ক সংলগ্ন শাহজালাল আবাসিক এলাকার (ক) প্রধান রাস্তা ১৮৫ মিঃx২৫ ফুট (খ) বাইলেন ১৬০ মিঃx২৫ ফুট (গ) বাইলেন ১২০ মিঃx২০ ফুট (ঘ) বাইলেন ১০২ মিঃx২০ ফুট পাকা দেয়াল দিয়ে সীমানা চিহ্নিতপূর্বক রাস্তা, অঞ্চল-৪ ১২। ডিএনসিসি'র আওতাধীন ওয়ার্ড নং-২০ (সাবেক ৪৩) শেখের টেক রোড নং-৬ শ্যামলী হাউজিং এর পশ্চিমাংশের ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি,	১। রাস্তা হস্তান্তরের ফাইল নিয়ে মাননীয় মেয়র আগামী ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ বসার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। ২। যাচাইকৃত সঠিক ১৪টি রাস্তা ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>১৩। আরাম মডেল টাউন প্রকল্পের রাস্তা, অঞ্চল-৫
১৪। সাত মসজিদ গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি লিঃ এর প্রধান সড়ক সহ ব্লক-এ, বি, সি, ডি সড়ক সমূহের জমি, অঞ্চল-৫
উল্লেখ্য, নিম্নবর্ণিত রাস্তা হস্তান্তরের আবেদনসমূহের প্রয়োজনীয় দালিলিকপত্রাদি না থাকায় রাস্তা হস্তান্তরের কার্যক্রম আপাতত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ পরবর্তী বোর্ড সভায় জমির হস্তান্তরনামা গ্রহণের অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা যেতে পারে।
১। খিলক্ষেত বাজার থেকে উত্তর দিকে খাঁ-পাড়া মুখী প্রদান সড়ক (পাকা রাস্তা) পয়ঃ নিস্কাশন ব্যবস্থাসহ রাস্তা পাকাকরণের জন্য (অঞ্চল-১)
২। খিলক্ষেত হোল্ডিং নং-ক-৮১/২ খাঁপাড়া হতে ক-৮১/১ খাঁপাড়া পর্যন্ত রাস্তা (অঞ্চল-১)
৩। নয়ানগর মসজিদ এর দক্ষিণ পার্শ্ব হতে হোল্ডিং নং-ক-২৪৫/৬ সীমানা পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৪। নয়ানগর মসজিদ গেইট হতে ক-২৩৯ হতে ক-২৩৯/৩ সীমানা পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৫। খিলক্ষেত উত্তর পশ্চিমপাড়া ট্রান্সমিটার সীমানা হতে বনরূপ সীমানা পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৬। খিলক্ষেত পোষ্ট অফিস রোড ৩২/ক নামক রাস্তাটি মোঃ মজিবুর খান ও মোহাম্মদ আলী (গার্ডের বাড়ি) এর মাঝামাঝি পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৭। খিলক্ষেত উত্তরনামা পাড়ায় মাষ্টারবাড়ী রোড নামকটি হোল্ডিং নং-ক-১২৭/সি হতে ক-১২৬/এ পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৮। খিলক্ষেত ১৭নং ওয়ার্ডের আওতাভূক্ত বটতলা পুকুরের উত্তর পাশের মরহুম আব্দুল কাশেমের বাড়ী হতে রোকেয়া বেগমের বাড়ী পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
৯। খিলক্ষেত উত্তর নামাপাড়া হোসেন আলীর বাড়ী ক-২০০/গ-৫৯/৩ সংলগ্ন পশ্চিম পাশ দিয়ে উত্তর দিকে জনাবা আমেনা বেগম এর বাড়ী (বাড়ী নং-ক-২০০/গ-৬৩/৫) পর্যন্ত (অঞ্চল-১)
১০। খিলক্ষেত নামাপাড়া ২০৫/৩ হতে ক-২০৬/৩ পর্যন্ত নর্দমা পাইপ স্থাপন করার জন্য (অঞ্চল-১)
১১। ব্যক্তিমালিকানাধীন রাস্তার ভূমি ডিএনসিসি বরাবর হস্তান্তর প্রসঙ্গে (শ্যামলী হাউজিং প্লট মালিক সমিতি ২য় প্রকল্প আদাবর, ঢাকা) (অঞ্চল-৫)
সংরক্ষিত আসন-০১ এর সম্মানিত কাউন্সিরর শাহনাজ পারভিন জমি দানের প্রক্রিয়াটি সহজ করার জন্য অনুরোধ জানান। ওয়ার্ড-২৫ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব শেখ মুজিবর রহামান ও ওয়ার্ড-১২ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আকবাল হোসেন তিতু বলেন, বাড়ির মালিকগণ কোন সময়ই রাস্তা হস্তান্তর করার সময় জমি রেজিস্ট্রি করে দেন না। অনেক সময় জনস্বার্থে রাস্তা নিয়ে নেয়া হয়। ওয়ার্ড-১৪ এর সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ হুমায়ন রশীদ খালের পাশের খালি জায়গা একোয়ার করে রাস্তা করা যাবে কিনা সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ পাবে সে বিষয়ে জানতে চান।
মাননীয় মেয়র আগামী ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে রাস্তা হস্তান্তর ফাইল নিয়ে তাঁর এর সাথে বসার জন্য প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা'কে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন সম্পত্তি প্রয়োজন ছাড়া একোয়ার করা হবে না। তিনি প্রস্তাবিত ২০টি রাস্তা বিধিতে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>১০.</td><td>ডিএনসিসি মার্কেট, মহাখালীর দোকান বরাদ্দের সময়সীমা বর্ধিত করণ সংক্রান্ত</td><td>কর্পোরেশন সভার সিদ্ধান্তক্রমে পুনঃনির্ধারিত দোকানের সালামী ও ভাড়ার হার অনুযায়ী উক্ত মার্কেটের দোকান সমূহ সর্বসাধারণের অনুকূলে বরাদ্দের লক্ষ্যে দরখাস্ত আহবান করা হয়। যার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ
<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আবেদনের শেষ তারিখ</th><th>প্রাপ্ত আবেদন</th></tr>
<tr><td>১ম বার</td><td>১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত</td><td>২১ টি</td></tr>
<tr><td>২য় বার</td><td>৫ জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত</td><td>৫ টি</td></tr>
<tr><td>৩য় বার</td><td>২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত</td><td>১৯ টি</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td></td><td>৪৫ টি</td></tr>
</table></td><td>দোকান বরাদ্দের আবেদনের সাথে জামানত হিসেবে ৫০% টাকার পরিবর্তে ১০% টাকা জমা দেওয়া এবং বাকী টাকা ০৩ মাস অন্তর অন্তর সমান ০৮ কিস্তিতে প্রদান করার বিষয়টি সংযোজন করে মার্কেট উপ-আইন সংশোধন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা</td><td>• প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম</th><th>আলোচ্য বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
• মোট বিক্রিত আবেদনপত্র = ৩৭১টি
• মোট জমাকৃত আবেদনপত্র = ৪৫ টি
• উক্ত ৪৫ জন আবেদনকারীর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩ (তিন) জন আবেদনকারী তাদের দাখিলকৃত পে-অর্ডার ফেরত নেয়ার জন্য আবেদন করেন এবং পে অর্ডার ফেরৎ দানের প্রস্তাবসহ কর্তৃপক্ষ বরাবর নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বর্তমানে প্রাপ্ত মোট (৪৫-৩) = ৪২টি আবেদনের মধ্যে-
• মেয়র মহোদয়ের কোটায় ২ টি
• প্রতিবন্ধি কোটায় ১ টি
• সাধারণ কোটায় ৩৯ টি
• পে-অর্ডার বাবদ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৪,১৭,৪৮,৫২০/- টাকা
• আবেদনপত্রসমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক দোকান বরাদ্দ কমিটির সভায় সিদ্ধান্তক্রমে দোকান বরাদ্দের কার্যক্রম গ্রহণের প্রস্তাব মেয়র মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
• সে লক্ষ্যে শীঘ্রই দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা আহবান করে প্রাপ্ত আবেদন গুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময় সীমা বৃদ্ধি করা হবে কিনা সে বিষয়ে আজকের সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন।
মাননীয় মেয়র এ বিষয়ে সকলের মতামত জানতে চান। উপস্থিত সম্মানিত কাউন্সিলরগন দোকান বরাদ্দের আবেদনের সাথে জামানত হিসেবে ৫০% টাকার পরিবর্তে ১০% টাকা জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন। তারা আরোও প্রস্তাব করেন যে, বকেয়া টাকা ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর সমান ০৮ কিস্তিতে প্রদান করার কথা উল্লেখ করে মার্কেট উপ-আইন সংশোধন করা প্রয়োজন। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
</td><td>গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>১১.</td><td>গুলশান-১ (দক্ষিণ) ডিএনসিসি কাঁচা মার্কেটটি সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্থ ২৯১ জন বরাদ্দ গ্রহীতা /ব্যবসায়ীকে অস্থায়ী নির্মিত শেড সমূহে সম্পূর্ণ সাময়িকভাবে ব্যবহারের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ</td><td>
গত ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে দিবাগত রাতে গুলশান দক্ষিণ ডিএনসিসি কাঁচা মার্কেটটি অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত হয়ে ধ্বসে পড়ে যায়। মেয়র মহোদয়ের নির্দেশে ইতোমধ্যে বর্ণিত মার্কেটের স্থানসহ পাকা মার্কেটের সামনের ফাঁকা জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাময়িকভাবে ব্যবহারের জন্য প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক ৩টি অস্থায়ী শেড নির্মাণ করা হয়েছে। যার বিবরণ নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th>শেড</th><th>দোকান সংখ্যা</th></tr>
<tr><td>শেড-এ</td><td>৬৪ টি</td></tr>
<tr><td>শেড-বি</td><td>১৮ টি</td></tr>
<tr><td>শেড-সি</td><td>২২৪ টি</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>৩০৬ টি</td></tr>
</table>
ক্ষতিগ্রস্ত ২৯১ জন বরাদ্দ গ্রহীতা/ব্যবসায়ীকে উক্ত ৩টি অস্থায়ী শেডে সম্পূর্ণ সাময়িক ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে গত ১২/২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরাদ্দ কমিটির সভার সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ
১. ২৯১ জন বরাদ্দ গ্রহীতা/ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ীদের সুবিধার কথা বিবেচনায় রেখে নব নির্মিত অস্থায়ী শেডের দোকান ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।
২. নব নির্মিত শেডে প্রতিটি দোকানের আয়তন ৬ X ৬ = ৩৬ বর্গফুট। এ ছাড়াও পুড়ে যাওয়ার কারণে ব্যবসায়ীরা সর্বশান্ত হয়ে গেছে। উপরন্তু পূর্বে ছিল তাদের পাকা মার্কেটের দোকান কিন্তু এখন নির্মিত হয়েছে বাঁশ ও ত্রিপল দ্বারা অস্থায়ী শেড। এসব বাস্তব বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে নব নির্মিত শেডের প্রতিটি দোকানের ভাড়া মাসিক ৩০০/- (তিনশত) টাকা নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। তবে দোকান মালিকগণও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত ভাড়া আদায় করতে পারে এবং সে বিষয়ে সুপারিশ করা হয়।
৩. পুড়ে যাওয়ার কারণে যে সকল ভাড়াটিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন নব নির্মিত শেডে তাদেরকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দোকান ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার সুপারিশ করা হয়।
</td><td>১। গুলশান দক্ষিণ ডিএনসিসি কাঁচা মার্কেটে ক্ষতিগ্রস্ত ২৯১ জন বরাদ্দ গ্রহীতা/ব্যবসায়ীকে ৩টি অস্থায়ী শেডে সম্পূর্ণ সাময়িক ভিত্তিতে ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের লক্ষ্যে গত ১২/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দোকান বরাদ্দ কমিটির সভার সুপারিশসমূহ অনুমোদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২। মার্কেটটি সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে হবে।</td><td>• প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা</td></tr>
</table>

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		৪. অগ্নিকান্ডে ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মানবিক সুবিধার্থে অগ্নিকান্ডের তারিখ অর্থাৎ ০২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখ থেকে পরবর্তী ০৩ (তিন) মাস ভাড়া মওকুফের সুপারিশ করা হয়। ৫. যেহেতু পুড়ে যাওয়া মার্কেটটিতে ক্ষতিগ্রস্থ বরাদ্দ গ্রহীতা/ব্যবসায়ীদের সালামী সংরক্ষিত আছে সেহেতু নব নির্মিত অস্থায়ী শেডে দোকান ব্যবহারের সাময়িক অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে পুনরায় সালামী আরোপ না করার সুপারিশ করা হয়। বর্ণিত মার্কেটটি সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে একটি কমিটি দ্বারা পরিচালনার জন্য সুপারিশ করা হয়।		
১২.	২৯ নং এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের ওয়ার্ড অফিসে ফগার মেশিন ও কীটনাশক মজুদ রাখা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ২৯ নং এবং ৩০ নং ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলরের ওয়ার্ড অফিসে ফগার মেশিন ও কীটনাশক মজুদ রাখা বিষয়ে জানানো হয় যে, কীটনাশক এবং ফগার মেশিন ওয়ার্ড পর্যায়ে রাখা হলে কাজের গতি নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পাবে, তবে কীটনাশক রাখার ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
১৩.	ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত আইন ২০১৩) এবং স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর তৃতীয় তফসিল (ধারা-৪১) ১.১, ৫ এবং ১১.১ প্রয়োগ প্রসঙ্গে।	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার দপ্তর থেকে ধুমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০৫ (সংশোধিত আইন ২০১৩) বাস্তবায়নের জন্য নিম্নরূপ প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়ঃ ১. সিটি কর্পোরেশন হতে তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক গাইড লাইন প্রনয়ণ ও তামাকজাত দ্রব্য বাজারজাত নিয়ন্ত্রণের জন্য পৃথক ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা। ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০ গজের মধ্যে তামাকজাত পন্য বিক্রয় বন্ধ করা। ৩. ভ্রাম্যমান তামাকজাত দ্রব্য, বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করা। ৪. তামাক নিয়ন্ত্রণে সিটি কর্পোরেশনের আলাদা বাজেট বরাদ্দ করা।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
১৪.	জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ডিএনসিসি বরাবরে প্রেরিত পত্র	১। মিরপুর সেকশন-২, ব্লক-ডি, মেইন রোড (চিড়িয়াখানা) বাণিজ্যিক প্লট নং-৩ এর উপর ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চলমান বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধ করার বিষয়ে জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা ডিভিশন-১, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক স্মারক নম্বর-জাগৃক/ঢাডি-১/৪/৪৪/১২৪৫ তারিখ-১৪/০৩/২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে একটি পত্র পাওয়া গেছে। ২। মিরপুর সেকশন-২, ব্লক-এফ এর ১২০´-০´´ প্রশস্থ মেইন রোডের উত্তর পার্শ্বস্থ ডিএনসিসি'র অফিস অবস্থিত। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ঢাকা ডিভিশন-১, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক ডিএনসিসি'র আঞ্চলিক কার্যালয়ের জায়গা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের বরাবরে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য স্মারক নম্বর-জাগৃক/ঢাডি-২/৪/৪৪/১০৪৫ তারিখ-০২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে তৎকালীন মিরপুর পৌরসভা হতে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ১৯৮৬ সাল হতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এবং পরবর্তীতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বাস্তব দখল ও মালিকানা ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত রয়েছে। গত মহানগর জরিপে উক্ত জমি ডিএনসিসি'র নামে রেকর্ডভূক্ত হয়েছে এবং যা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
১৫.	অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়টি ৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-২, সনি সিনেমা হল সংলগ্ন বহুতল বিশিষ্ট ভবনে স্থানান্তর ও অঞ্চল-২ এর	গত ১২/০৩/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে ২ নম্বর ওয়ার্ড কমিউনিটি সেন্টার সেকশন-১২, ব্লক-এ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকাতে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের সভাপতিত্বে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, প্রকৌশল বিভাগ, অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আওতাধীন বিভিন্ন ওয়ার্ডের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় মাননীয় মেয়র প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় অত্র কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর সহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় বর্তমানে অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়টি ৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	বর্তমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানে বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ভবন এবং ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রসংগে।	মিরপুর সেকশন-২ সনি সিনেমা হল সংলগ্ন নির্মাণাধীন ভবনে আগামী ১৮/০৪/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে স্থানান্তর করা হবে। এছাড়া বর্তমান অঞ্চল-২ (মিরপুর) এর আঞ্চলিক কার্যালয়ের স্থানের কম/বেশি ৫৪.০০ কাঠা জমির উপর ২ বেইজমেন্ট সহ ৫ম তলা পর্যন্ত বাণিজ্যিক ভবন এবং ৬ষ্ঠ তলা হতে ১৫ তলা পর্যন্ত ১ম ও ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ করার একটি পরিকল্পনা গ্রহনের জন্য মেয়র মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। সে মোতাবেক বিষয়টি কর্পোরেশন বোর্ড সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা যেতে পারে।		
১৬.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হোল্ডিং গণনা/জরীপ ও হোল্ডিং নম্বর প্লেট স্থাপন প্রসঙ্গে	স্থানীয় সরকার বিভাগ স্মারক নং- ৪৬.০৭০.০৬২. ০০.০০.০৭৯.২০১১-৫৫ তারিখ- ১৬.০১.২০১৪ খ্রিঃ মূলে কয়েকটি শর্তাধিনে ডিএনসিসি এলাকায় হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার লক্ষ্যে (১) প্রত্যাশা সমাজ উন্নয়ন সংঘ (২) সু সমাজ ফাউন্ডেশন ও রেডি (READI) এবং (৩) ডিজিটালটেক- এ তিনটি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন শর্তে ডিএনসিসি এলাকার সকল হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন করার জন্য ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ অনুমতি প্রদান করেছে। হোল্ডিং জরীপ/গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ (১) হোল্ডিং গণনা/জরীপ করার ফলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন বিদ্যমান সকল প্রকার স্থাপনার অর্থাৎ বাড়ী, ভবন, কল, কারখানা, মার্কেট ইত্যাদির প্রকৃত হোল্ডিং সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব হবে। (২) কর বহির্ভূত সকল হোল্ডিং করের (Taxation) আওতায় আসবে। (৩) সংগৃহিত তথ্য/ডাটার ভিত্তিতে সঠিক ও নিভূল কর (Tax) নির্ধারণ করা সম্ভব হবে। (৪) Door to Door জরীপ কালে প্রাপ্ত তথ্যাদি/ডাটা Tax Collection Automation শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে Secondary data হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। (৫) ডিএনসিসির প্রকৃত রাজস্বের পরিমাণ নিরূপন করা সম্ভব হবে। তাতে ডিএনসিসির রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে এবং ডিএনসিসি আর্থিকভাবে স্বনির্ভর হবে। (৬) একটি উন্নত Software প্রস্তুত করা হবে এবং হোল্ডিং এর সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। (৭) খুব শীঘ্রই Tax Collection Automation প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে। প্রাপ্ত ডাটা ঐ প্রকল্পে ব্যবহারের ফলে সম্মানিত কর দাতাগণ তাদের সকল তথ্যাদি Online পাবেন এবং Online কর পরিশোধ করতে পারবেন। (৮) নম্বর প্লেট স্থাপনের ফলে প্রতিটি হোল্ডিং ও ফ্লাট খুব সহজেই সনাক্ত করা সহজ হবে। (৯) রাজস্ব বিভাগে প্রযুক্তির ব্যভহার নিশ্চিত হবে। ফলে নগরবাসীকে আরো অধিকতর সহজ উপায়ে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। (১০)বাজেটের জন্য সরকার বা করদাতা সদস্যদের উপর নির্ভরশীলতা কমবে। (১১)রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠূ, আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তি নির্ভর হবে। (১২)রাজস্ব ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। (১৩)ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা অভিজাত হওয়ায় উন্নত মানের নম্বর প্লেট স্থাপন করার জন্য প্রতিটি নম্বর প্লেট বাবদ ৩৭০/-(তিনশত সত্তর) টাকা নির্ধারণ করা হয়। প্রতি ওয়ার্ডের কাজ ১৫(পনের) দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়। কিন্তু অদ্যাবধি উক্ত কাজের জন্য নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর কোন তালিকা প্রদান করেননি এবং কাজ শেষ করার কোন তথ্যও প্রদান করেননি। হোল্ডিং গণনা ও নম্বর প্লেট স্থাপন প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে পত্র দেয়া হলেও সংশ্লিষ্ট মালিকগণ হাজির না হয়ে বিভিন্ন অজুহাতে সময় ক্ষেপন করেন।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৭.	ডিএনসিসি'র গাড়ীতে সংযোজিত VTS (Vehicle Tracking System) লাগানো সংক্রান্ত	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন প্রকার ৬৪(চৌষট্টি)টি গাড়ীতে পরীক্ষামূলকভাবে VTS (Vehicle Tracking System) লাগানোহয়েছে। অন্যান্য গাড়ীতে VTS লাগানোর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গাড়ীতে VTS লাগানোর ফলে গাড়ীর গতিবিধি, স্পিড, অতিক্রান্ত দূরত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারনা পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীতে সব গাড়ীতে VTS লাগিয়ে প্রকৃত পক্ষে কি পরিমান জ্বালানী প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা সহজ হবে। এতে একদিকে যেমন জ্বালানী অপচয় রোধ হবে অন্যদিকে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়া জ্বালানী বিষয়ে নেতিবাচক সংবাদ বহুলাংশে হ্রাস পাবে, যা কর্পোরেশনের ভাবমূর্তি/সুনাম বৃদ্ধি পাবে মর্মে প্রতীয়মান হয়।	পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	• সচিব
১৮.	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকার ৬ টি সড়কের মিডিয়ান ও ফুটপাতের সৌন্দর্য বর্ধন কাজের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রদান।	সভায় বর্জ্য ব্যভস্থাপনা বিভাগ হতে জানানো হয়, ডিএনসিসি এলাকার বিভিন্ন সড়কের সৌন্দর্য বর্ধন ও তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রস্তাব আহবান করা হয়েছিল। প্রস্তাব মুল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি নিম্নবর্ণিত সড়কের প্রস্তাব মুল্যায়ন চূড়ান্ত করে প্রতিষ্ঠান মনোনীত করেন। প্রতিষ্ঠানসমূহের মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলো। (সারণি নিচে)	টেন্ডারে প্রদানকৃত ৬টি স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	• প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা

ক্রমঃ	সড়কের মিডিয়ান ও ফুটপাতের সৌন্দর্য বর্ধন কাজ এলাকা	মনোনিত প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	তেজগাঁও লিংক রোড-গুলশান শুটিং ক্লাব-গুলশান-১ (গুলশান-১ এর গোলচত্ত্বরসহ) গুলশান-২ (গুলশান-২ গোলচত্ত্বর ব্যতীত)-পাকিস্তান দূতাবাস পর্যন্ত	আর,কে মাল্টিমিডিয়া	
২	কাকলী মোড় থেকে জাহাঙ্গীর গেট পর্যন্ত	কন্টিনেন্টাল হোল্ডিংস	
৩	বিজয় স্মরনীর মিডিয়ান, ফোয়ারা, দু'পাশের ওয়াকওয়ে সংলগ্ন কাঁচা অংশ, এ্যারোপ্লেন সড়কদ্বীপ এবং এ্যারোপ্লেন হ'তে খেজুর বাগান	আর,কে মাল্টিমিডিয়া লিঃ	
৪	সার্ক ফোয়ারা	ওজন ব্লু লিঃ	
৫	মহাখালী ফ্লাইওভার	ইউনিকম মিডিয়া লিঃ	
৬	কাকলী মোড় থেকে গুলশান-২ পর্যন্ত (গোলচত্ত্বরসহ)	কন্টিনেন্টাল হোল্ডিংস লিঃ	

প্রধান বর্জ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা বলেন, আপাতত পাইলট প্রকল্পের আওতায় ৬টি স্থানে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ প্রদান করার জন্য টেন্ডার প্রদান করা হয়েছিলো।

মাননীয় মেয়র বলেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে সৌন্দর্যবর্ধন কাজ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সকল কাজ বাস্তবায়ন করা হবে।

উপস্থিত সকল কাউন্সিলর বর্ণিত ০৬টি স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে একমত পোষন করেন।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

আনিসুল হক
মেয়র
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
ও
সভাপতি
কর্পোরেশন সভা।